রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, অক্টোবর ১৮, ২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০২ কার্তিক ১৪২৭/১৮ অক্টোবর ২০২০

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৯.২৪৩—কুয়েতের আমির ও বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু শেখ সাবাহ আল-আহমেদ আল-জাবের আল-সাবাহ গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বৎসর।

২। বাংলাদেশের এ পরম হিতৈষীর ইন্তেকালে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার ও কুয়েতের জনগণের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২২ আশ্বিন ১৪২৭/০৭ অক্টোবর ২০২০ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা : ২২ আশ্বিন ১৪২৭ / ০৭ অক্টোবর ২০২০

কুয়েতের আমির ও বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু শেখ সাবাহ আল-আহমেদ আল-জাবের আল-সাবাহ গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বৎসর।

শেখ সাবাহ আল-আহমেদ আল-জাবের আল-সাবাহ ১৯২৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২০০৩ সালে কুয়েতের প্রধানমন্ত্রী হন এবং ২০০৬ সালে কুয়েতের আমির হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এর পূর্বে শেখ সাবাহ সুদীর্ঘ প্রায় চার দশক, ১৯৬৩ থেকে ১৯৯১ ও ১৯৯২ থেকে ২০০৩ তেলসমৃদ্ধ উপসাগরীয় আরব দেশ কুয়েতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। দেশের পররাষ্ট্রনীতি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন চৌকশ এই রাজনীতিবিদ। মধ্যপ্রাচ্যের কূটনীতির ক্ষেত্রে তাঁর সক্রিয় ভূমিকার কারণে তাঁকে 'ডীন অব আরব ডিপ্লোম্যাসি' অভিধায় অভিহিত করা হয়।

বর্তমান আধুনিক কুয়েতের স্থপতি হিসেবে ভাবা হয় আল সাবাহকে। রক্ষণশীল সামাজিক, সাংস্কৃতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত কাঠামোর মধ্যে থেকেও তিনি ছিলেন একজন আধুনিক, দূরদর্শী ও সংস্কারপন্থী শাসক। আঞ্চলিক নানা বিরোধ নিরসনে মধ্যস্থতাকারীর সফল ভূমিকা পালন করেছেন তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন এই শাসক। তিনি কুয়েতের প্রতিবেশী ও শক্তিধর রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কের ভারসাম্য বজায় রাখতে কার্যকর ভূমিকা রাখেন। সৌদি আরবের সঙ্গে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা জোরদার করা, ইরাকের সঙ্গে যোগাযোগ পুনর্নির্মাণ এবং ইরানের সঙ্গে প্রকাশ্য সংলাপ বজায় রাখা তাঁর উল্লেখযোগ্য সাফল্য। সাম্প্রতিক সময়ে কাতারের ওপর সৌদি আরবের নেতৃত্বাধীন কয়েকটি দেশের আরোপিত অবরোধ অবসানেরও চেষ্টা করেছেন প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এই নেতা। যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়ায় ত্রাণ সহায়তার জন্য বেশকিছু দাতা সম্মেলন আয়োজন করেন আল সাবাহ।

মুসলিম উম্মাহর ধর্মীয় ও ভূ-রাজনৈতিক সংবেদনশীলতার প্রতি সম্মান রেখে আল সাবাহ পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে সহযোগিতা ও সহ-অবস্থানের নীতি অনুসরণ করেন। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সর্বদাই তাঁর ছিল দৃঢ় অবস্থান।

বাংলাদেশ ও দেশের জনগণের প্রতি কুয়েতের আমির শেখ সাবাহ আল-আহমেদ আল-জাবের আল-সাবাহ'র ছিল গভীর মমত্ববোধ ও নিখাদ ভালবাসা। তাঁর সময়ে দু'দেশের সম্পর্ক দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে। ১৯৭৩ সালে কুয়েত কর্তৃক সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের পর শেখ সাবাহ আল-আহমেদ আল-জাবের আল-সাবাহ ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ সফরে আসেন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ওআইসি সম্মেলনে যোগদান করতে নিয়ে যান। এছাড়া, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথেও ছিল তাঁর অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক। ২০১০ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কুয়েত সফরকালে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগসহ পারস্পরিক সহযোগিতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে আশানুরূপ সম্প্রসারণ ঘটে।

কুয়েতের আমির শেখ সাবাহ আল-আহমেদ আল-জাবের আল-সাবাহ-এর মৃত্যুতে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে সৃষ্টি হলো এক অপূরণীয় শূন্যতা।

মন্ত্রিসভা বাংলাদেশের এ পরম হিতৈষীর ইন্তেকালে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করছে। মন্ত্রিসভা মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার ও কুয়েতের জনগণের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd